বিজেপি ব্যস্ত গো-রক্ষায়

শিশুরা মরছে অবহেলায়

উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে বিআরডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সামান্য অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ৬৩ জন শিশু।

এই মর্মান্তিক খবরে শিউরে উঠেছে সারা দেশ। এমনও কি হতে পারে? কোনও গহীন জঙ্গলে নয়, প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিট্যাল ভারতের' সবচেয়ে বড় সহচর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের একটি মেডিকেল কলেজে এমন ঘটনা ঘটতে পারল! তাও একদিন নয় পরপর পাঁচদিন মুমূর্ষু শিশুরা অক্সিজেনের অভাবে মর্মান্তিক কষ্ট পেতে পেতে শেষ হয়ে গেল। কারণ! সরকার নাকি অক্সিজেন সরবরাহকারী কোম্পানির বকেয়া ৭০ লক্ষ টাকা মেটায়নি। ফলে কোম্পানি অক্সিজেন সিলিন্ডার পাঠানো বন্ধ করে দেয়। শিশু বিভাগের চিকিৎসক এবং কর্মীরা বারবার কর্তৃপক্ষকে অক্সিজেন ঘাটতির কথা লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। কোম্পানির পক্ষ থেকেও বারবার চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে টাকা না পেলে অক্সিজেন আর দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি এবং তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথের সিংহ এবং তাঁদের প্রশাসনের যোগনিদ্রা ভাঙেনি।

প্রথম দুদিনে ৩০ জন শিশুর মৃত্যুর পর হইচই শুরু হলেও সরকার তৎপর ছিল ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার কাজে। ফলে অক্সিজেন আনানোর কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি। শিশুহারা জননীর বুকভাঙা কান্নার রোল যখন মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে তখনও যোগী আদিত্যনাথজী নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সরকারি অপদার্থতা এবং অপরাধমূলক গাফিলতিকে ঢাকা দিতে। উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে গ্রামে গ্রামে শ্মশান গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলের সভাপতি অমিত শাহ। সেই প্রতিশ্রিতিই কি রক্ষা করল বিজেপি সরকার!

'নতুন' ভারত নাকি গড়বেন মোদিজি, তাঁর পতাকা বয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা তুলে গো-রক্ষায় প্রবল উৎসাহী। কিছুদিন আগেই উত্তরপ্রদেশে গোরুদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন করেছেন যোগী আদিত্যনাথজি। আর শিশুদের জন্য অক্সিজেনটুকুও জুটল না! এই শিশুদের প্রাণ রক্ষা কি গো-রক্ষক বিজেপির অ্যাজেন্ডায় পড়ে না?

সরকার কি সত্যিই টাকার অভাবে অক্সিজেনের কয়েক লক্ষ টাকা বিল মেটাতে পারেনি? সেক্ষেত্রে ফ্যাশনদুরস্ত প্রধানমন্ত্রীর দশলাখি কোট কিংবা ঘন্টায় ঘন্টায় পাল্টানো তাঁর রংবেরংয়ের কুর্তার বিল কিছুটা ছাঁটার কথা সরকার কি ভেবেছিল? মুখ্যমন্ত্রী কোনও গরিব মহল্লায় গেলে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনকে যে কয়েকঘন্টার জন্য এসি মেশিনের ব্যবস্থা করতে হয়, সে খরচ বাদ দেওয়ার কথাও সরকার ভাবতে পারত! আসলে এসব কথা ভাবার সময় কোথায় তাঁদের? তাঁরা ব্যস্ত নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে দেশে হিন্দুত্ববাদের জোয়ার তুলতে। গোমূত্র-গোময় নিয়ে চর্চায় তাঁদের যত লাভ শিশুদের প্রাণ বাঁচিয়ে তত লাভ তাঁদের নেই।

দেশের মানুষের জীবন রক্ষার প্রতি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বোঝা যায় মধ্যপ্রদেশ সরকারের এক সিদ্ধান্তে। সেখানে হাসপাতালের আউটডোরে জ্যোতিষী বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। যে মধ্যপ্রদেশের সরকার চাষিদের গুলি করে মারছে, ব্যপম কেলেঙ্কারির সাক্ষীরা একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে যাদের গোপন মদতে, সেই ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্ত—আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে বহির্বিভাগের পাশাপাশি চালু হবে 'অ্যাস্ট্রো ওপিডি' বা জ্যোতিষ বহির্বিভাগ। যেখানে থাকবে জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, বাস্তু বিশারদ, বৈদিক কর্মকাণ্ড বিশেষজ্ঞরা। তারা নিদান দেবেন— আয়ু কতদিন? ভবিষ্যৎ কী? চিকিৎসা করিয়ে আদৌ কোনও লাভ আছে কি না! নিদান দেবেন—গ্রহের ফের থাকলে অকারণে চিকিৎসাখাতে খরচ না করাই ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যপ্রদেশ সরকারের দোসর উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারও কি হাসপাতালের শিশুদের ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিয়েছে?

যে দেশে ন্যূনতম চিকিৎসা পাওয়াই কোটি কোটি মানুষের জীবনে অলীক স্বপ্ন, সরকারি হাসপাতাল পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে— ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, বেড নেই, উপযুক্ত সংখ্যক হাসপাতাল নেই, শিশুর অসহায় মৃত্যু ডাক্তারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে, সেখানে একটি সভ্য দেশের সরকারের দায়িত্ব হবে কি অসুস্থ, অসহায় মানুষকে জ্যোতিষীর ভাগ্য গণনার হাতে ছেড়ে দেওয়া? যে সরকার এরকম ভাবতে পারে তাকে কি আদৌ সভ্য সরকার বলা যায়?

জ্যোতিষ শাস্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে যদি রোগ আটকানো যেত তাহলে অসংখ্য বিজ্ঞান গবেষককে জীবন বাজি রেখে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে হত না। একসময় জনপদের পর জনপদ কলেরা, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে উজাড় হয়ে যেত কোনও জলপড়া, ঝাড়ফুঁক জ্যোতিষির বিধান তাকে আটকাতে পারেনি। একে রুখবার জন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়েছে মানুষকে।

অদৃষ্টবাদের চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়ে বিজেপি মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চায় তাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ পুঁজিবাদী শোষণকে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষ মরছে সামান্য চিকিৎসার অভাবে।শিশুদের পর্যন্ত মরতে হচ্ছে সামান্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা না থাকায়। সরকারি গদিতে টিকে থাকার জন্য বিজেপি হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ান সাজতে চাইছে। অথচ হিন্দুত্বের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দ বলেছিলেন জ্যোতিষে বিশ্বাস একটা দুর্বলতা, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন এমন দুর্বলতা মনে এলে বলকারক খাদ্য খেয়ে মানসিক শক্তি বাড়াতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' রচনায় দুঃখ করে বলেছেন, মনু প্রমুখ শাস্ত্রকারদের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় লাউ কেটে আমাদের দেশের চিকিৎসকদের শারীরতত্ত্ব শিখতে হয়েছিল। তিনি লিখছেন, "মনুর এবং সমস্ত পুরাণের ঝোঁকটাই হল পুরোহিত শ্রেণিকে গৌরবান্বিত করার দিকে। তার থেকেই খাড়া করা হল সবচেয়ে উদ্ধত ও উদ্ভট সব বিধান"। বিজেপি সেই মনুবাদ, সেই বস্তাপচা শাস্ত্রকে হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই যেখানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরপ্রদেশের শিশুরা তো বটেই, দেশের সাধারণ মানুষও বিনা চিকিৎসায় অসহায় মৃত্যু ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করতে পারে?